ধারণার উৎপত্তি (Origin of Concepts)

ধারণার উৎস সম্পর্কে বুদ্ধিবাদ

ধারণা বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক উপাদান। কেন-না মন ধারণা দিয়ে বাচনিক জ্ঞান তৈরি করে। কিন্তু মনের কাছে ধারণা আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্নে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও সকল বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এ বিষয়ে একমত যে প্রকৃত ধারণার একমাত্র উৎস বুদ্ধি।

নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দেকার্তের অভিমত

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক রেনে দেকার্তের মতে কেবল সহজাত ধারণা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান তৈরি হয়। তিনি সংশয়মূলক দার্শনিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার পর লক্ষ করলেন তার মধ্যে যে সকল ধারণা রয়েছে তার উৎস তিনটি। তা হল—[1] আগন্তুক ধারণা, [2] কৃত্রিম ধারণা, [3] সহজাত ধারণা।

[1] **আগন্তুক ধারণা:** যে ধারণাগুলি বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মনে এসে জমা হয় সেই ধারণাকে বলা হয় আগন্তুক ধারণা। যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, কমলালেবু, চন্দ্র, বৃক্ষ, গোরু ইত্যাদি ধারণা।

আগন্তুক ধারণাগুলি মৌলিক হতে পারে, আবার যৌগিকও হতে পারে। যেমন লাল, নীল প্রভৃতি ধারণা মৌলিক, আবার কমলালেবু, বৃক্ষ, গোরু প্রভৃতি ধারণা যৌগিক বা জটিল ধারণা। আগন্তুক ধারণাগুলির অনুরূপ বাস্তব বস্তু আছে। কিন্তু আগন্তুক ধারণাগুলি স্পষ্ট নয়, বিবিক্ত নয়। কারণ আগন্তুক ধারণাগুলি পরস্পর সাপেক্ষ। তাই আগন্তুক ধারণাগুলি দিয়ে যে জ্ঞান তৈরি হয় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়।

[2] **কৃত্রিম ধারণা:** যে সকল ধারণা মন আগন্তুক ধারণাগুলি দিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে এবং যে ধারণাগুলি অবাস্তব, উদ্ভট, সেই ধারণাগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম ধারণা। যেমন—অশ্বডিম্ব, মৎস্যকন্যা, সোনার পাথরবাটি, পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি।

কৃত্রিম ধারণাগুলি কোনো মৌলিক নয়, এইগুলি যৌগিক ধারণা। কৃত্রিম ধারণাগুলি তৈরি হয় আগন্তুক ধারণাগুলি দিয়ে। যেমন অশ্বডিম্ব এই কৃত্রিম ধারণাটি তৈরি হয়েছে অশ্ব ও ডিম্ব এই দুটি আগন্তুক ধারণা দিয়ে। কৃত্রিম ধারণাগুলি অবাস্তব। কেন-না এই ধারণার অনুরূপ কোনো বাস্তব বস্তু নেই। আবার কৃত্রিম ধারণাগুলি স্পষ্ট নয়, বিবিক্ত নয়। তাই কৃত্রিম ধারণা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান তৈরি হতে পারে না।

[3] **সহজাত ধারণা:** সহজাত ধারণা বলতে সেই সকল ধারণাকে বোঝায় যে ধারণাকে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে গঠন করার ক্ষমতা বা প্রবণতা বিশুদ্ধ বুদ্ধির আছে। যেমন—ঈশ্বর, অসীমতা, নিত্যতা, পূর্ণতা, দেশকাল, চিন্তার মৌলিক নিয়ম প্রভৃতি হল সহজাত ধারণা।

দেকার্তের মতে, সহজাত ধারণাগুলি স্পষ্ট, বিবিক্ত ও নিঃসন্দিগ্ধ। তাই কেবল সহজাত ধারণা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান তৈরি হতে পারে। আগন্তুক বা কৃত্রিম ধারণা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান তৈরি হতে পারে না।

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী লাইবনিজের মতবাদ

লাইবনিজের মতে সকল ধারণা সহজাত। মানুষ আত্মসচেতন মনাড। যেহেতু প্রত্যেক মনাড গবাক্ষহীন তাই মানব মনাডও গবাক্ষহীন। সুতরাং বাইরে থেকে কোনো সংবেদন মানবমনে প্রবেশ করতে পারে না। আবার মানব মনাডও বাইরের কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই লাইবনিজের মতে, কোনো ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হতে পারে না।

আত্মা সকল জ্ঞান ও ধারণার আধার: লাইবনিজের মতে, আত্মা সকল জ্ঞান ও ধারণার আধার। সর্বোচ্চ মনাড ঈশ্বর মানব মনাড সৃষ্টির সময়ে তার বুদ্ধির মধ্যে বিশ্বের সকল ধারণা সূক্ষ্মভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি মনকে এমন সক্রিয়তা প্রদান করেছেন যে মন তার স্বভাবজাত সক্রিয়তার দ্বারা বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণাগুলিকে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং, উদ্দীপক বাইরে থেকে মনাডের ওপর ক্রিয়া না করলেও বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। সুতরাং, লাইবনিজের মতে সকল ধারণা সহজাত।

সমালোচনা

[1] অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক সহজাত ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। লক বলেন—সহজাত ধারণা বলে সত্যিই যদি কোনো ধারণা থাকত তবে তা সার্বিক বা সর্বজনীন হত। অর্থাৎ ঈশ্বর, কার্যকারণ, তাদাত্ম্য নিয়ম প্রভৃতি ধারণা সকল মানুষের মধ্যে যেমন— শিশু, নির্বোধ, মূর্খ, অশিক্ষিত সকলের মধ্যে থাকত। কিন্তু এই ধারণাগুলি শিশু, নির্বোধ, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে না। তাই এই ধারণাগুলি সর্বজনীন নয়, সহজাত নয়। সুতরাং কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই।

[2] লাইবনিজের মতো ঈশ্বর মানব মনাড সৃষ্টির সময় বিশ্বের সকল ধারণা বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন। মন তার স্বভাবজাত সক্রিয়তার মাধ্যমে সুপ্ত ধারণাগুলি প্রকাশ করে। যেমনভাবে একটি বীজের মধ্যে উদ্ভিদ, পত্র, পুষ্প, ফল সুপ্ত অবস্থায় থাকে, উপযুক্ত সময়ে তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনভাবেই মানব ধারণারও প্রকাশ ঘটে। লক বলেন এই কথার অর্থ সহজাত ধারণা মনে আছে অথচ মন তা জানে না—এ কথা আত্মবিরোধী। তাই মিথ্যা।

মূল্যায়ন: সুতরাং বুদ্ধিবাদীদের ধারণাতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু কিছু ধারণা উৎপন্ন হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ধারণার উৎস সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ

ধারণা বাচনিক জ্ঞানের মৌলিক উপাদান। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক, বার্কলে ও হিউমের মতে—[1] কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। [2] সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

ধারণার উৎস সম্পর্কে জন লকের মতবাদ

কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই

বুদ্ধিবাদীরা সহজাত ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা সহজাত ধারণাকে প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উপাদান বলেন। লাইবনিজ বলেন সকল ধারণা সহজাত।

কিন্তু লকের মতে কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। কেন-না সহজাত ধারণা যদি থাকত তবে সকল মানুষের মধ্যে তা সমানভাবে থাকত। কিন্তু ঈশ্বর প্রভৃতি সহজাত ধারণা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে থাকে না। তাই কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। লক বলেন জন্মের সময় মানুষের মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মতো।

সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা

লকের মতে, সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। জন্মানোর পর সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে সকল সরল ধারণা মনে এসে জমা হয়। সুতরাং, ধারণার উৎস দুটি। তা হল—[1] সংবেদন, [2] অন্তর্দর্শন।

[1] *সংবেদন:* বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষের ফলে মনে যে ধারণার উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় সংবেদনজাত ধারণা। যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ।

[2] *অন্তর্দর্শন:* মনোজগৎ থেকে যে ধারণাগুলি আসে তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শনজাত ধারণা। যেমন—সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ইত্যাদি।

সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় সেই ধারণাকে বলা হয় সরল ধারণা। সরল ধারণা গ্রহণের সময় মন নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু সরল ধারণাগুলিকে নানাভাবে সংযুক্ত করে, বিন্যাস করে মন জটিল ধারণা তৈরি করে। সুতরাং সরল ধারণা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল এবং জটিল ধারণা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। তাই সকল ধারণা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

জটিল ধারণার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীলতা

লকের মতে প্রত্যংশ, দ্রব্য ও সম্বন্ধ হল জটিল ধারণা। দ্রব্য হল মুখ্য গুণের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার। যেমন একটি কমলালেবুর রূপ, রস, আকার, গন্ধ ইত্যাদি সকল গুণের ধারণা আমরা প্রত্যক্ষ করি। তারপর এই গুণের আধার হিসেবে আমরা কমলালেবু—এই দ্রব্যের কল্পনা করি। ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা—এই মানসিক গুণের আধার হিসেবে লক মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সর্বশক্তিমানতা, সর্বজ্ঞতা, অসীমতা, নিত্যতা, পূর্ণতা প্রভৃতি ধারণার আধার হিসেবে লক ঈশ্বরও স্বীকার করেছেন।

আকার, রং প্রভৃতি সরল ধারণা মিলিত হয়ে মন 'সৌন্দর্য' এই প্রত্যংশের ধারণা গঠন করে। আবার দুটি ধারণাকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে মন সম্বন্ধের ধারণা তৈরি করে। যেমন—কার্যকারণ, পিতা-পুত্র ইত্যাদি।

সামান্য ধারণা গঠনের পদ্ধতি

লকের মতে, একটি শিশু রাম, শ্যাম, যদু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে এবং সাদৃশ্যগুলি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একীকরণ করে এক নামকরণ করে মানুষ নামে ডাকে। এইভাবে মানুষ সামান্য ধারণা গঠন করে। এইভাবে লক প্রমাণ করেছেন সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

ধারণার উৎস সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বার্কলে লকের সঙ্গে একমত যে, কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। আবার জড়বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। কেন-না জড়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাহলে মনের মধ্যে ধারণা আসে কোথা থেকে?

ঈশ্বরই মানবমনে ধারণা উৎপাদনকারী

বার্কলের মতে জড়বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণাগুলির কারণ কী? যেমন জড়বস্তু আপেলের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। তাহলে আপেলের ধারণা আমাদের মধ্যে কোথা থেকে আসে? আপেলের ধারণার কারণ হিসেবে তিনটি বিকল্প হতে পারে। তা হল—[1] অন্য ধারণা, [2] অন্য সসীম মন বা অন্য জীবাত্মা এবং [3] অসীম মন বা পরমাত্মা বা ঈশ্বর।

[1] **অন্য ধারণা:** ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণাগুলি অন্য ধারণা হতে উৎপন্ন হতে পারে না। কেন-না ধারণা মাত্রেই নিষ্ক্রিয়। ফলে কোনো ধারণা অন্য ধারণা উৎপন্ন করতে পারে না।

[2] **অন্য সসীম মন বা জীবাত্মা:** অন্য সসীম মন বা জীবাত্মাও ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণা উৎপন্ন করতে পারে না। কেন-না ইন্দ্রিয়গম্য জগৎ এতই বিশাল, জটিল ও সুশৃঙ্খল যে তা অল্পজ্ঞ, সসীম জীবাত্মা উৎপন্ন করতে পারে না।

[3] **অসীম মন বা পরমাত্মা:** একমাত্র অসীম মন বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরই সকল মানুষের মনে সংবেদনজাত ধারণা উৎপন্ন করে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অসীম, সর্বদা, সর্বত্র বিরাজমান। তাই তিনি সকল সসীম মনের কাছে এই ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনগুলি কার্যকারণ শৃঙ্খলক্রমে নিয়মানুসারে সৃষ্টি করে চলেছেন।

ধারণার উৎস সম্পর্কে হিউমের মতবাদ

হিউম লক ও বার্কলের সঙ্গে একমত যে, কোনো সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। সকল ধারণার উৎস মুদ্রণ। মনের কাছে ধারণা আসার দুটি মাত্র পথ আছে। তা হল—[1] বাহ্য সংবেদন, [2] অন্তর সংবেদন। বাহ্য ও অন্তর সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ থেকে মনে যা আসে তা হল মুদ্রণ। আবার মুদ্রণের অনুলিপি হল ধারণা। বাহ্য ও অন্তর সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত বিষয়কে হিউম দুই ভাগে ভাগ করেছেন—[1] মুদ্রণ বা ছাপ বা ইন্দ্রিয়জ (Impression), [2] ধারণা (Idea)।

[1] **মুদ্রণ:** মুদ্রণ বলতে হিউম বাহ্য ও অন্তর সংবেদনকে বুঝিয়েছেন। মুদ্রণ হল অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ উপবস্তু। কোনো উদ্দীপক সরাসরি কোনো ব্যক্তির কোনো ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে এবং এর ফলে ব্যক্তিটির মনে যে ছাপ পড়ে তাকেই বলা হয় মুদ্রণ।

[2] ধারণা: ধারণা হল মুদ্রণের নকল বা ক্ষীণ প্রতিরূপ। উদাহরণের সাহায্যে মুদ্রণ ও ধারণার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—যখন কোনো ব্যক্তি তাজমহল প্রত্যক্ষ করছে তখন তার মনে যে সংবেদন হল বা যে ছাপ পড়ল তা-ই হল তাজমহলের মুদ্রণ। এরপর চোখ বন্ধ করলে যখন তাজমহলের মুদ্রণটি স্মৃতিপটে উদিত হয় তখন ওই মানসিক প্রতিরূপটিকে বলা হয় ধারণা।

মুদ্রণ ছাড়া ধারণা অসম্ভব

হিউমের মতে সরল মুদ্রণ থেকে সরল ধারণা মনে এসে জমা হয়। মন এই সরল ধারণাগুলি দিয়ে জটিল ধারণা গঠন করে। যেমন—চক্ষুর সাহায্যে কমলা রঙের মুদ্রণ পেলাম, জিহ্বার সাহায্যে মিষ্টি স্বাদের মুদ্রণ পেলাম... ইত্যাদি। এই মুদ্রণগুলি থেকে অনুষঙ্গ নিয়মের সাহায্যে মন জটিল ধারণা কমলালেবুর (দ্রব্যের) ধারণা তৈরি করে। এইভাবে হিউম প্রমাণ করেছেন সকল ধারণার উৎস মুদ্রণ। সকল মুদ্রণের উৎস প্রত্যক্ষণ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। সুতরাং, সকল ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

সমালোচনা

[1] অভিজ্ঞতাবাদীরা সহজাত ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সহজাত ধারণাগুলি বুদ্ধির মধ্যে থাকে না—এ কথা সত্য। কিন্তু বুদ্ধির কিছু ধারণা গঠনের প্রবণতা আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধির যদি এই প্রবণতা না থাকত তবে গণিত সম্ভব হত না। কারণ গণিতের ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

[2] এমন কতগুলি ধারণা আছে যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। যেমন—সার্বিকতা, অনিবার্যতা প্রভৃতি সামান্য ধারণার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নয়। এই সকল ধারণার উৎস বিশুদ্ধ বুদ্ধি।

[3] কান্ট বলেছেন দ্রব্য, গুণ, কার্যকারণ প্রভৃতি ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। এই ধারণাগুলি বিশুদ্ধ বুদ্ধির আকার। এই আকারগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর প্রয়োগ করা হলে তবেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ বুদ্ধির যে নিজস্ব কিছু ধারণা, আকার আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং, ধারণা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদ অসম্পূর্ণ। তাই গ্রহণযোগ্য নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ